হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্‌মা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্‌মা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী ১৩৬০ হিজরীর ২০শে জিলহজ্ব ইরাকের পবিত্র কারবালা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট্য ওলামায়ে কেরাম ও মনীষীদের সরাসরী তত্ত্বাবধায়নে উচ্চতর ধর্মতত্ত্বের উপর বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করেন। সম্মানিত আলেম সমাজের মাঝে তিনি একজন সুযোগ্য মুজতাহিদ ও ফিকাহশাস্ত্রবিদ হিসেবে সমাধিক পরিচিত। তাঁর তাকওয়া, পরহেজগারীতা এবং মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার কারও অজানা নয়।

তিনি হযরত আয়াতুল্লাহ্ মুযাদ্দেদ্ সিরাজী (রহঃ)-এর সম্ভ্রান্ত ও ধর্মীয় পরিবারে লালিত-পালিত হন। তিনি কোরআন, হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের উপর অনেক মূল্যবান ও গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া সাধারণ মানুষের জন্যেও ক'য়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকসমূহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণি এ জীবনালেখ্যের শেষাংশে তুলে ধরা হবে।

তিনি প্রায় বিশ বছরের অধিক সময় ধরে ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চতর ধর্মতত্ত্বের শিক্ষাদান করে আসছেন। এ জগদ্বিখ্যাত আলেমের অনেক ছাত্ররা বর্তমানে কোম শহর ও সিরিয়ার হাওযা-এ-ইলমীয়াতে (ধর্মীয় শিক্ষালয়ে) শিক্ষাকতা এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বীন ইসলামের তাবলীগে মশগুল রয়েছেন।

বংশ পরিচিতি ঃ

হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্‌মা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী বংশগতঃ দিক থেকে হযরত জায়েদ বিন আলী ইবনে হুসাইন বিন আমিরুল মু'মিনীন আলী (আঃ)-এর বংশ্বধর। তিনি এমনই এক ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পরিবারে লালিত-পালিত হন, যে পরিবারটি গত দু'শতাব্দী যাবত মুসলমানদেরকে হেদায়েত ও দিকনির্দেশনা দান করে আসছে। এ ধর্মীয় পরিবারে জন্ম নিয়েছেন অনেক বিশ্বখ্যাত ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও মারজায়ে তাকলীদ বা ধর্মগুরু। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ

(এক) শিয়া বিশ্বের সর্বোচ্চ মারজায়ে তাকলীদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্‌মা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাসান সিরাজী (রহঃ)। তিনি সারা ইরানে বৃটিশ উপনেশবাদীদের বিরুদ্ধে তামাক বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি হিজরী ১৩১২ বর্ষে ওফাতবরণ করেন।

(দুই) প্রখ্যাত মারজায়ে তাকলীদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্‌মা মীর্যা মুহাম্মাদ তাকী সিরাজী (রহঃ)। তিনি ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। (ওফাতকাল ১৩৩৮ হিজরী)।

(তিন) প্রখ্যাত মারজায়ে তাকলীদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্‌মা সাইয়্যেদ আলী সিরাজী (রহঃ)। তিনি হচ্ছেন সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাসান সিরাজী (রহঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান। (ওফাতকাল ১৩৬৫ হিজরী)

(চার) হযরত আয়াতুল্লাহ আল উয্মা সাইয়্যেদ ইসমাঈল সিরাজী (রহঃ)। (ওফাতকাল ১৩০৫ হিজরী)

(পাঁচ) বিখ্যাত মারজায়ে তাকলীদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ আব্দুল হাদী সিরাজী (রহঃ)। (ওফাতকাল ১৩৮২ হিজরীর ১১ই সফর)

(ছয়) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ মীর্যা মাহদী সিরাজী (রহঃ)। তিনি হলেন হযরত আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজীর শ্রদ্ধাভাজন পিতা। তিনি ১৩৮০ হিজরীর ২৮ শাবানে পবিত্র কারবালা নগরীতে ওফাত বরণ করেন।

(সাত) প্রখ্যাত মারজায়ে তাকলীদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সিরাজী (রহঃ)। তিনি তাঁর শ্রদ্ধাভাজন জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি হিজরী ১৪২২ সনে ২রা শাওয়ালে ইহধাম ত্যাগ করেন।

(আট) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ হাসান সিরাজী (রহঃ)। তিনি সিরিয়াতে হযরত জয়নব (আঃ)-এর পবিত্র রওজা শরীফের নিকটে ঐতিহ্যবাহী হাওয়া-এ-ইলমীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হলেন তাঁর সুযোগ্য কণিষ্ঠ ভ্রাতা। ইরাকের স্বৈরাচারী সাদ্দামের বাথ পাটিত্ম দোসরদের হাতে ১৪০০ হিজরীর ১৬ই জামাদিউস সানীতে শাহাদত বরণ করেন।

শিক্ষকবৃন্দ ঃ

হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী পবিত্র কারবালা নগরীর প্রখ্যাত ওলামায়ে-কেরাম ও মারজায়ে তাকলীদগণের বিশেষ তত্ত্বাবধায়নে উচ্চতর ধর্মতত্ত্বের উপর জ্ঞান আন্বেষণের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও ফিকাহশাস্ত্রবিদে পরিণত হয়েছেন। তাঁর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'য়েকজন হচ্ছেন ঃ

(১) হযরত আয়াতুল্লাহ আল উয্মা সাইয়্যেদ মাহদী হুসাইনী সিরাজী (রহঃ)
(২) তাঁর শ্রদ্ধাভাজন ভাই হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সিরাজী (রহঃ)
(৩) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ হাদী মিলানী (রহঃ)
(৪) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা শেখ মুহাম্মাদ রেজা ইস্ফাহানী (রহঃ)
(৫) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা শেখ শাহরুদী (রহঃ)
(৬) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা শেখ মুহাম্মাদ সুদুকী মাযান্দারানী (রহঃ)
(৭) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা শেখ জাফর রাস্তী (রহঃ)
(৮) হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ কাজেম মুদাররেসী (রহঃ)

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উয্মা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী বরাবরই ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছেন, বর্তমানে অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল-মাদ্রাসা, মসজিদ, গ্রন্থাগার এবং চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ তার বিশেষ দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ দান ঃ

এ বিশিষ্ট্য মারজায়ে তাকলীদ দ্বীনি ছাত্রদেরকে শিক্ষা ও চারিত্রিক দিক থেকে সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে ইরাক, কুয়েত এবং ইরানে প্রদত্ত তার দারসে আখলাকে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য দ্বীনি ছাত্র, ওলামা এবং

এমনকি সাধারণ মানুষরাও আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধণের অনুপম কৌশলসমূহ রপ্ত করেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর প্রদত্ত দারসে আখলাকসমূহ গ্রন্থাকৃতিতেও প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তম শিষ্টাচার ঃ

বিশ্বখ্যাত এ মারজায়ে তাকলীদের সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর বরকতময় জীবনে সকলের সাথে উত্তম শিষ্টাচার ও মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। যে কেউ এ মহান মনীষীর সাথে সাক্ষাৎ করলে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি তাকে আকৃষ্ট করবে, তা হচ্ছে তাঁর মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার ও সহাস্য বদন।

তাকওয়া, পরহেজগারীতা, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, বিনম্রতা, ছোট-বড় সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, মহানুভবতা, আত্মশুদ্ধি এবং ইসলাম ও আহলে বাইত (আঃ)-এর মহিমান্বিত আদর্শ প্রচার ও প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম প্রভৃতি হচ্ছে এ জগদ্বিখ্যাত আলেম ও মনীষীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।

প্রণীত গ্রন্থসমূহ ঃ

সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ সিরাজী যৌবনকাল থেকেই ধর্মতত্বের উপর বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষতঃ ফিকাহ, উসূল, আকায়েদ ও ইতিহাস সম্পর্কে বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এগুলো মধ্যে ক'য়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

*** শারহে উরওয়াতুল্ উস্‌কা ঃ** এ গ্রন্থের ক'য়েকটি খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডে ইজতেহাদ ও তাকলীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৭০০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ খণ্ডটি লেবাননে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তিনি পবিত্র কারবালা নগরীতে অবস্থানকালে প্রণয়ন করেন।

*** বায়ানুল উসূল (১০টি খণ্ড) ঃ** এ গ্রন্থের প্রথম চার খণ্ড হচ্ছে বাবে কায়েদাতুল লা-জারার্ ওলা জারাত্ব্ এবং বাবে ইস্তেহ্‌বাব প্রসঙ্গে। গ্রন্থটি তিনি ইল্‌মে উসূল সম্পর্কে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকাত্ম রচনা করেছেন। এটি তাঁর পবিত্র কোম শহরে লিখিত গ্রন্থ। এ মূল্যবান গ্রন্থটি এ পর্যন্ত ক'য়েকবার পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে এবং সর্বশেষ ১৪২৪ হিজরী সনে পবিত্র কোম শহরে ছাপানো হয়েছে।

*** তাওজি ফি শারাউল ইসলাম (৪ খণ্ড) ঃ** এ গ্রন্থটি আল্লামা হিল্লী (রহঃ) প্রণীত বিখ্যাত পুস্তক " শারাউল ইসলাম" এর উপর ব্যাপক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তিনি কারবালাতে অবস্থানকালে রচনা করেন এবং এটি হাওযা-এ-ইলমীয়া (সর্বোচ্চ ধর্মীয় শিক্ষালয়) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট বিশেষ সমাদৃত লাভ করে। এমনকি হাওয়া-এ-ইলমীয়াসমূহে এ গ্রন্থকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

*** শারহে তাবসিরাতুল মুতায়াল্লিমীন (২ খণ্ড) ঃ** এটি আল্লামা হিল্লী (রহঃ) প্রণীত ফিকাহ শাস্ত্রের পুস্তক তাবসিরাতুল মুতায়াল্লিমীনের উপর ব্যাখ্যামূলক একটি গ্রন্থ, তিনি এ গ্রন্থে ফিকাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞজনোচিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডটি ৪৬৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এবং ২য় খণ্ডটি ৫৩৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। এ খণ্ড দু'টি সর্ব প্রথম ১৩৮২ হিজরীতে পবিত্র নাজাফে আশরাফ শহরে মুদ্রিত হয়।

*** শারহে কিতাবে সিয়ুতী (২খণ্ড) ঃ** এটি আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতী রচিত "আল বাহ্‌জাতুল মারজিয়াহ্‌ ফি শারহুল্‌ আলফিয়াহ্‌" গ্রন্থেত্ম ব্যাখ্যা। এ গ্রন্থটি হচ্ছে হাওয়া-এ-ইলমীয়ার অন্যতম পাঠ্যপুস্তক এবং তিনি কারবালাতে অবস্থানকালে ১৩৮৬ হিজরীতে তা প্রণয়ন করেন। এ মূল্যবান গ্রন্থের ১ম খণ্ডটি ৪৪৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। আলেম-ওলামাদের বিশেষ অনুরোধের কারণে এ পুস্তকটি ক'য়েকবার পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে।

*** শারহে লু'ময়া (১০খণ্ড) ঃ** এটি হাওয়া-এ-ইলমীয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য পুস্তক "লু'ময়া" গ্রন্থের উপর ব্যাপক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করে রচিত হয়েছে। অতি শিঘ্রই এ ১০ খণ্ডের গ্রন্থটি মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হবে।

আকায়েদ গ্রন্থসমূহ ঃ

শিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত মারজায়ে তাকলীদ হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী হযরত রাসূলে খোদা (সাঃ)–এর পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-এর অতুলনীয় ফজিলত এবং শিয়া মাযহাবের সত্যতার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে ক'য়েকটি মূল্যবান আকায়েদ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

*** ইমাম আলী (আঃ) ফিল কোরআন (২ খণ্ড) ঃ** আমিরুল মু'মিনীন আলী (আঃ)-এর ফজিলত সম্পর্কে নাজিল হওয়া ৭১১টি আয়াতের শানে নুজুল ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী থেকে সংগৃহিত হয়েছে। দু'খণ্ডের এ গ্রন্থটি তিনি পবিত্র কারবালাতে অবস্থানকালে প্রণয়ন করেন। প্রথম খণ্ডটি ৪০৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট ও দ্বিতীয় খল্লটি ৫২৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এবং এ দু'টি খণ্ড লেবাননের দারুল উলুম প্রকাশনী কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে।

*** ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ) ফিল কোরআন ঃ** এ গ্রন্থে নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ) সম্পর্কে নাজিল হওয়া আয়াতসমূহের শানে নুজুল ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থের তথ্য ও উদ্ধৃতিসমূহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী হতে সংকলিত। ৩৬০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটি পবিত্র কোম শহত্মে ১৪০৮ হিজরীতে লিখিত এবং এ পর্যন্ত ক'য়েকবার পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে।

*** আহলে বাইত (আঃ) ফিল কোরআন ঃ** এ মূল্যবান গ্রন্থটিতেও আহলে বাইত (আঃ)-এর ফজিলত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৪০৭ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটি তিনি কুয়েত অবস্থানকালে প্রণয়ন করেন।

*** শিয়া ফিল কোরআন ঃ** পবিত্র কোরআনে শিয়া তথা আমিরুল মু'মিনীন আলী (আঃ)-এর অনুসারীদের সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর শানে নুজুল ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থের সকল তথ্য ও উদ্ধৃতিসমূহ সুন্নী সম্প্রদয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী হতে সংগৃহিত হয়েছে।

*** আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাবলীতে ইমাম মাহ্দী (আঃ) ঃ** এ গ্রন্থটিতে ইমাম মাহদী (আঃ) প্রসঙ্গে রাসূলে খোদা (সাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের সকল হাদীসসমূহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী হতে সংকলিত ও সংগৃহিত হয়েছে।

*** হাকায়েকু আনিশ্ শিয়া ঃ** এ গ্রন্থে তিনি শিয়া মাযহাবের সত্যতা এবং পথভ্রষ্ট ওহাবী সম্প্রদায় কর্তৃক শিয়াদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদসমূহের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও তথ্যপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। এটি তিনি কারবালাতে অবস্থানকালে রচনা করেন এবং এ যাবত ক'য়েকবার পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে।

অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

এখন আমরা হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী কর্তৃক অন্যান্য ইসলামী বিষয়ে প্রণীত ক'য়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরছি।

*** শরীয়াতের দৃষ্টিতে কিয়াস ঃ** এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী শরীয়াতে কিয়াসের নিয়ম ও বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন।

*** ইসলামের দৃষ্টিতে জামায়াতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ঃ** এ পুস্তকে তিনি জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে নামাজে জামায়াতের হুকুম-আহকামও সন্নিবেশিত হয়েছে।

*** রোজা ঃ** রোজার হুকুম-আহকাম, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ ভাষাতে প্রণীত হয়েছে।

*** অর্থনীতি ও সুদ সমস্যা ঃ** এ গ্রন্থে তিনি বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থায় সুদ সমস্যা এবং এ সমস্যা হতে উত্তরণের সর্বোত্তম পন্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন।

*** ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতি ঃ** এ গ্রন্থে ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এ গ্রন্থে রাসূলে খোদা (সাঃ), আমিরুল মু'মিনীন আলী (আঃ)-এবং মাসুম ইমাম (আঃ)-গণের রাজনৈতিক আদর্শ ও রিতী-নীতি অনবদ্য ভাষাতে বিশ্লেষণ করেছেন। ৪১৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটি লেবাননের দারুল উলুম প্রকাশনী থেকে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়েছে।

*** মাদকাসক্তি ও সমাজ ঃ** সমাজের সর্বস্থরে মদ ও মাদকাসক্তিকুফল সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থটি পবিত্র নাজাফে আশরাফ ও কোম শহরে ক'য়েক বার পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে।

*** বে-হিজাবের কুফল ঃ** এ গ্রন্থে তিনি নারী সমাজের জন্য হিজাব পরিধানের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা এবং একটি সুষ্ঠু সমাজে বে-হিজাবের ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরেছেন। পবিত্র কারবালা নগরীতে অবস্থানকালে তিনি এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।

*** শিক্ষানীয় কাহিনী সম্ভার ঃ** এ গ্রন্থে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ঘটনাবলী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষাতে সংকলিত হয়েছে।

*** হযরত মালিক-এ-আশতার (রাঃ) ঃ** এ গ্রন্থে ইসলামের বীর সেনানী হযরত মালিক-এ-আশতার (রাঃ)-এর জীবনী ও ব্যক্তিত্ব সুনিপুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তিনি কারবালাতে অবস্থানকালে প্রণয়ণ করেন।

এছাড়া তিনি আরও অনেক মুল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং সেগুলো আলেম-ওলামা ও সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিদের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু স্বল্প পরিসরের কারণে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হতে বিরত থাকছি। উল্লেখ্য, উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ তিনি আররী ভাষাতে প্রণয়ন করেছেন।

হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ সিরাজী (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজীর প্রতি তাকলীদের অনুমোতি নামা ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على محمد واله الطاهرين

আমি এই মর্মে প্রত্যায়িত করছি যে, হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী ইজতেহাদ ও ফিকাহশাস্ত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। সে একজন তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণসম্পন্ন ফকীহের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলীর অধিকারী।

অতএব, ইসলামী শরীয়াতের মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে তাকে তাকলীদ করা সমীচীন মনে করছি। আমি তাকে সর্বাবস্থায় আরও অধিকতর তাকওয়া ও সতর্কতা অবলম্বনের সুপারিশ করছি। সাথে সাথে সকল মু'মিন মু'মিনাত ভাই ও বোনদের প্রতি শরীয়াতের যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে তাকলীদ করার উদাত্ত্ব আহবান জানাচ্ছি।

সাক্ষর ও সীল মোহর
সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ সিরাজী

হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ হুসাইনী সিরাজী (রহঃ)-এর তাকলীদে বহাল থাকার প্রসঙ্গে হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজীর ফতোওয়া ঃ

بسمه تعالي

হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী সমীপেশু
আস্সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আরজ করছি যে, আপনার শ্রদ্ধাভাজন ভাই হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সিরাজী (রহঃ)-এর তাকলীদে বহাল থাকার ক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত কামনা করছি।

আবেদন,

হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ সিরাজী (রহঃ)-এর কিছু সংখ্যক মুকাল্লীদ

তাং- ৩রা শাওয়াল, ১৪২২ হিজরী।

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ সিরাজী (রহঃ)-এর তাকলীদে বহাল থাকা সম্পূর্ণ জা'য়েজ ও বৈধ।

-সাইয়্যেদ সাদীক সিরাজী।